সংবাদ

তারিখ 25 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

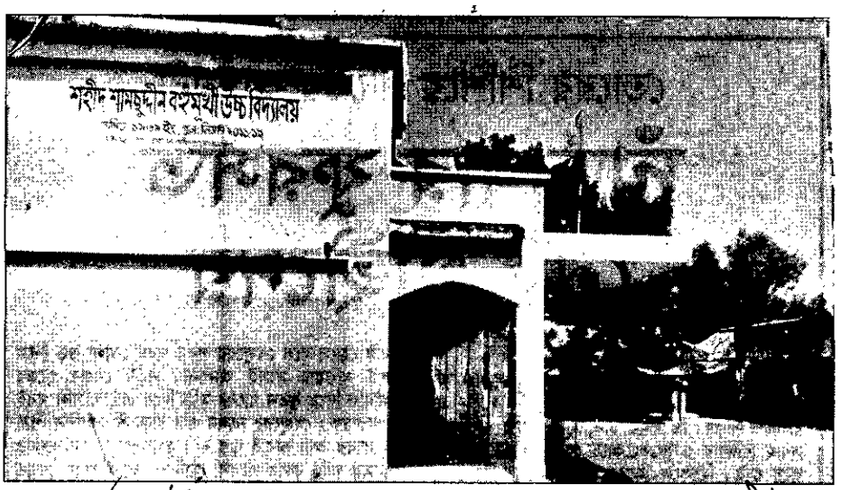

বরাইদ শহীদ শামছুদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়

১২ শিক্ষকের মধ্যে সাতটি পদ শূন্য

প্রতিনিধি, ভালুকা (ময়মনসিংহ)

পরিচালনা কমিটি নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে সাত শিক্ষকের পদ শূন্য হওয়ায় ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ভালুকা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বরাইদ শহীদ শামছুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় সারে ৩শ ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পরেছে। বিদ্যালয়ের ১২ জন শিক্ষকের মাঝে ইংরেজী,ভূ-গোল, বিজ্ঞান,কৃষি বিজ্ঞানসহ সাতজন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে দীর্ঘদিন যাবৎ। পরিচালনা কমিটি নিয়ে আদালতে একাধিক মামলা চলমান থাকায় শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে মাত্র পাঁচজন শিক্ষক দ্বারা কোন মতে চলছে বিদ্যালয়ের নামে মাত্র লেখাপড়া।

কমিটির দ্বন্দ্বে আদালতে একাধিক মামলা থাকায় শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ

বিদ্যালয় ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, গত ২০১০ সালে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর তৎকালীন প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাত কারণে নির্ধারিত সময়ে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি গঠন করে শিক্ষা বোর্ডে জমা দেননি। এতে নব নির্বাচিত ব্যক্তিগণ ক্ষুব্ধ হয়ে আদালতের আশ্রয় নেন। এর পর হতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মামলা শুরু হয় ওই বিদ্যালয়ে। ২০১০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত উচ্চ ও নিম্ন আদালতে মোট ১১টি মামলা করা হয়েছে। যার মধ্যে আবদুল মালেক বাদি হয়ে উচ্চ আদালতে ৬টি, নিম্ন আদালতে ১টি, আবুল কাশেম বাদি হয়ে নিম্ন আদালতে ৩টি ও আক্তার হোসেন বাদি হয়ে নিম্ন আদালতে ১টি মামলা দায়ের করেন। বর্তমানে নিম্ন আদালতে আবদুল মালেক ও আক্তার হোসেনের দায়েরকৃত ২টি মামলা চলমান রয়েছে। এদিকে,২০০৫ সাল থেকে শুরু করে চলতি বছরের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত ওই বিদ্যালয় থেকে সর্বমোট সাতজন শিক্ষক ও তিনজন অফিস স্টাফ পর্যায়ক্রমে অবসরে যান। বর্তমানে ওই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান, ইংরেজি, বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, ব্যবসায়ে শিক্ষা, সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষক, করণীক, লাইব্রেরিয়ান ও একজন দপ্তরির পদ শূণ্য রয়েছে। তাদের মাঝে প্রধান শিক্ষক পাঁচ ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হয়েছে ৮ বছর আগে থেকে। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি নিয়ে আদালতে মামলা থাকায় ওইসব পদে লোক নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। সম্প্রতি এনটিআরসিএ (বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ) থেকে ওই বিদ্যালয়ের জন্য ইংরেজি, কৃষি, ব্যবসায়ে শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষক পদের জন্য শিক্ষক বাছাই করে তাদেরকে ৯ অক্টোবর থেকে এক মাসের মধ্যে নিয়োগ দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয়া হয়েছে।

বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী গোলাম রাব্বী, ইয়াছমিন আক্তার, তাছলিমা আক্তার ও দিলীপ বর্মণ জানান, শিক্ষক না থাকায় তাদের জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গনিত, বিশ্ব পরিচয়, ভূগোল, বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, আইসিটি, শরীরচর্চা বিষয়ে কোন ক্লাসই হচ্ছে না। ফলে অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তুলনায় লেখাপড়ায় তারা অনেক পিছিয়ে পরেছেন। শিক্ষক স্বল্পতার কারনে নিয়মিত ক্লাস না হওয়ায় তাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার দিন দিন কমে আসছে। বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র অধ্যাপক আবুল কাশেম কালিম উল্যাহসহ অন্যান্যরা জানান, এক সময় এই বিদ্যালয়ের যথেষ্ট সুনাম ছিল। স্থানীয় শিক্ষার্থী ছাড়াও আশপাশের এলাকার ছাত্র ছাত্রীরা এই বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা নিয়ে অনেকেই উন্নত জীবন গড়ে তুলেছেন। ২০০৬ সাল থেকে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার কমতে শুরু করে। বর্তমানে বিদ্যালয়টির অবস্থা খুবই নাজুক। শিক্ষকগণ জানান, শিক্ষকের সাতটি পদ শূন্য থাকায় বর্তমানে বিদ্যালয়ের ক্লাস রুটিন ফলো করা সম্ভব হয়না। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর গ্রুপিং ক্লাস নেয়ার ক্ষেত্রে।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম জানান, বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্য ৩২৪ জন গড় উপস্থিতির হার শতকরা ৫০% ভাগেরও নীচে। গত বছর ওই বিদ্যালয় থেকে ৬২ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে মাত্র ৩২ জন ছাত্র ছাত্রী পাশ করেছেন। জিপিএ প্লাস নাই। বিদ্যালয়ের জন্য এনটিআরসিএ থেকে চারজন শিক্ষক বাছাই করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনো তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। বর্তমান বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির দাতা সদস্য আক্তার হোসেন জানান, আদালতের স্থিতাবস্থা থাকার পরও নির্বাচন সম্পন্ন করায় বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধেও নিম্ন আদালতে মামলা হয়েছে।